কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্র কর্মচারী (চাকরির শর্তাবলী) ও বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫৫

[১] ১৯৫৫-র ৪৫ নং আইন

[১লা জন, ১৯৮৮ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

কর্মরত সাংবাদিকগণের এবং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির চাকরির কোন কোন শর্ত প্রনিয়ন্ত্রিত করণার্থ আইন।

[২০এ ডিসেম্বর, ১৯৫৫]

ভারত গণরাজ্যের ষষ্ঠ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবন্ধ হইলঃ—

অধ্যায় ১

উপক্রমণিকা

১। (১) এই আইন [২][কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদ-পত্র কর্মচারী] (চাকরির শর্তাবলী) ও বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫৫ নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

(২) [৩]*** ইহা ভারতের সর্বত্র প্রসারিত হইবে।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,— সংজ্ঞার্থসমূহ।

[৪][(ক) "পর্ষদ" বলিতে—

(i) কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে, ৯ ধারা অনুযায়ী গঠিত মজুরী পর্ষদ বুঝাইবে ; এবং

(ii) সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণ সম্পর্কে, ১৩গ ধারা অনুযায়ী গঠিত মজুরী পর্ষদ বুঝাইবে ;]

(খ) "সংবাদপত্র" বলিতে এরূপ কোন মুদ্রিত পর্যাবৃত্ত রচনা বুঝাইবে যাহাতে সার্বজনিক সংবাদ বা সার্বজনিক সংবাদের উপর মন্তব্য থাকে এবং উহা অন্তর্ভাবিত করিবে এরূপ অন্য কোন শ্রেণীর মুদ্রিত পর্যাবৃত্ত রচনাকে, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, এতৎপক্ষে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইতে পারে ;

(গ) "সংবাদপত্র কর্মচারী" বলিতে কোন কর্মরত সাংবাদিককে বুঝাইবে এবং উহা কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে বা তৎসম্পর্কে কোন কার্য করিতে নিযুক্ত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(ঘ) "সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান" বলিতে বুঝাইবে, এক বা একাধিক সংবাদপত্র প্রস্তুত বা প্রকাশনের জন্য, অথবা কোন সংবাদ সংস্থা বা সিন্ডিকেট চালনা করিবার জন্য, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীন, নিগমবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন প্রতিষ্ঠান ;

---

[১] ১৯৬৩-র ১১ প্রনিয়ম, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা গোয়া, দমন ও দিউতে এবং ১৯৬৮-র ২৬ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা পণ্ডিচেরীতে প্রসারিত।

[২] ১৯৭৪-এর ৬০ আইন, ২ ধারা দ্বারা "কর্মরত সাংবাদিক"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৩] ১৯৭০-এর ৫১ আইন, ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা "জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বাদে"—এই শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

[৪] ১৯৭৪-এর ৬০ আইন, ৩ ধারা দ্বারা (ক) প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১][(ঘঘ) "সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারী" বলিতে, কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে বা তৎসম্পর্কে কোন কার্য করিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, কিন্তু উহা এরূপ কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না যিনি—

(i) একজন কর্মরত সাংবাদিক, বা

(ii) প্রধানতঃ কোন পরিচালকীয় বা প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত থাকেন, বা

(iii) অবেক্ষণমূলক কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া, হয় তাঁহার পদের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্তব্যসমূহের প্রকৃতিগত কারণে, অথবা তাঁহার উপরে বর্তিত ক্ষমতাসমূহের কারণে, প্রধানতঃ পরিচালকীয় প্রকৃতির কৃত্যসমূহ সম্পাদন করেন;]

(ঙ) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর দ্বারা বিহিত বুঝাইবে ;

[২][(ঙঙ) "ট্রাইবিউন্যাল" বলিতে,—

(i) কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে, ১৩কক ধারা অনুযায়ী গঠিত ট্রাইবিউন্যাল বুঝাইবে ; এবং

(ii) সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণ সম্পর্কে, ১৩ঘঘ ধারা অনুযায়ী গঠিত ট্রাইবিউন্যাল বুঝাইবে ;]

(চ) "কর্মরত সাংবাদিক" বলিতে বুঝাইবে এরূপ কোন ব্যক্তিকে, সাংবাদিকের জীবিকাই যাঁহার প্রধান জীবিকা এবং যিনি [৩][এক বা একাধিক] সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে, বা তৎসম্পর্কে [৩][পূর্ণ সময়ের জন্য বা আংশিক সময়ের জন্য] ঐরূপে নিযুক্ত থাকেন, এবং উহা কোন সম্পাদক, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখক, বার্তা-সম্পাদক, অবর সম্পাদক, ফিচার লেখক, কপি-পরীক্ষক, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী, সংবাদ-আলোকচিত্রগ্রাহী ও প্রুফসংশোধক-কে অন্তর্ভুক্ত করিবে, কিন্তু উহা এরূপ কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না যিনি—

(i) প্রধানতঃ কোন পরিচালকীয় বা প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত থাকেন, অথবা

(ii) অবেক্ষণমূলক কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া, হয় তাঁহার পদের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্তব্যসমূহের প্রকৃতিগত কারণে, অথবা তাঁহার উপরে বর্তিত ক্ষমতাসমূহের কারণে, প্রধানতঃ পরিচালকীয় প্রকৃতির কৃত্যসমূহ সম্পাদন করেন ;

(ছ) যেসকল শব্দ ও কথা এই আইনে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ সংজ্ঞার্থ-নিরূপিত হয় নাই কিন্তু শিল্প-বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এ সংজ্ঞার্থ-নিরূপিত হইয়াছে, সেই সকল শব্দ ও কথার যথাক্রমে সেই অর্থই থাকিবে যে অর্থ ঐ আইনে তাহাদের দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৭-এর ১৪।

---

[১]১৯৭৪-এর ৬০ আইন, ৩ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২]১৯৭৯-র ৬ আইন, ২ ধারা দ্বারা (৩১-১-১৯৭৯ হইতে) সন্নিবেশিত।

[৩]১৯৮১-র ৩৬ আইন, ২ ধারা দ্বারা (২৩-৮-১৯৮০ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ২

কর্মরত সাংবাদিক

১৯৪৭-এর ১৪ আইন কর্মরত সাংবাদিকগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে।

৩। (১) শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর বিধানসমূহ, তৎকালে যথা-বলবৎ, কর্মরত সাংবাদিকগণের প্রতি, বা তাঁহাদের সম্পর্কে, (২) উপধারায় বিনির্দিষ্ট সংপরিবর্তন সাপেক্ষে সেরূপে প্রযুক্ত হইবে, যেরূপে উহারা ঐ আইনের অর্থমতে যাঁহারা কর্মী তাঁহাদের প্রতি, বা তাঁহাদের সম্পর্কে, প্রযুক্ত হয়।

(২) কর্মরত সাংবাদিকগণের প্রতি পূর্বোক্ত আইনের ২৫চ ধারার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, উহার এরূপ অর্থ করিতে হইবে যেন উহার (ক) প্রকরণে কোন কর্মীর ছাঁটাই সম্পর্কে তথায় উল্লিখিত নোটিসের সময়সীমার স্থলে কোন কর্মরত সাংবাদিকের ছাঁটাই সম্পর্কে নিম্নোক্ত নোটিসের সময়সীমা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যথাঃ—

(ক) কোন সম্পাদকের ক্ষেত্রে, ছয় মাস, এবং

(খ) অন্য কোন কর্মরত সাংবাদিকের ক্ষেত্রে, তিন মাস।

কোন কোন ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।

৪। যেক্ষেত্রে ১৪ই জুলাই, ১৯৫৪ এবং ১২ই মার্চ, ১৯৫৫-র মধ্যে কোন সময়ে কোন কর্মরত সাংবাদিককে ছাঁটাই করা হইয়াছিল, সেক্ষেত্রে তিনি নিয়োজকের নিকট হইতে—

(ক) ছাঁটাইয়ের অব্যবহিত পূর্বে যে হারে তিনি মজুরী পাইবার অধিকারী ছিলেন সেই হারে এক মাসের মজুরী পাইবার অধিকারী হইবেন, যদি না ঐরূপ ছাঁটাইয়ের পূর্বে তাঁহাকে লিখিতভাবে এক মাসের নোটিস দেওয়া হইয়া থাকে ; এবং

(খ) ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন, যাহা ঐ নিয়োজকের অধীনে তাঁহার চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসরের জন্য, বা ছয় মাসের অধিক উহার কোন অংশের জন্য, পনের দিনের গড় বেতনের সমান হইবে।

আনুতোষিক প্রদান।

[১][৫। (১) যেক্ষেত্রে—

(ক) কোন কর্মরত সাংবাদিক, এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বেই হউক বা পরেই হউক, কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে অন্যূন তিন বৎসর অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে রহিয়াছেন, এবং—

(i) ঐ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁহার চাকরির, নিয়োজক কর্তৃক অনুশাসনিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রদত্ত কোন শাস্তিরূপে ভিন্ন অন্য যেকোন কারণে, অবসিত হয় ; অথবা

(ii) বার্ধক বয়সে উপনীত হইয়া তিনি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন ; অথবা

(খ) কোন কর্মরত সাংবাদিক, এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বেই হউক বা পরেই হউক, অন্যূন দশ বৎসর কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে রহিয়াছেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় ১৯৬১ সালের ১লা জুলাই তারিখে বা তাহার পরে বিবেক-বুদ্ধির কারণে ভিন্ন অন্য যেকোন কারণে ঐ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে চাকরি হইতে পদত্যাগ করেন ; অথবা

[১]১৯৬২-র ৬৫ আইন, ৩ ধারা দ্বারা ৫ ধারার স্থলে (১৫-১-১৯৬৩ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

(গ) কোন কর্মরত সাংবাদিক, এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বেই হউক বা পরেই হউক, অন্যূন তিন বৎসর কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে অবিচ্ছিন্ন চাকরিতে রহিয়াছেন এবং তিনি স্বেচ্ছায় ১৯৬১ সালের ১লা জুলাই তারিখে বা তাহার পরে বিবেক-বুদ্ধির কারণে সেই সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে চাকরি হইতে পদত্যাগ করেন ; অথবা

(ঘ) কোন কর্মরত সাংবাদিকের কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে থাকাকালে মৃত্যু হয় ;

সেক্ষেত্রে, ঐ কর্মরত সাংবাদিককে বা তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে, তাঁহার মনোনীতক বা মনোনীতগণকে, বা স্থলবিশেষে, ঐ কর্মরত সাংবাদিকের মৃত্যুর সময়ে কোন মনোনয়ন বলবৎ না থাকিলে তাঁহার পরিবারকে, শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৭, অনুযায়ী উদ্ভূত কোন সুবিধা বা অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া, ঐরূপ অবসান, অবসর-গ্রহণ, পদত্যাগ বা মৃত্যু হইলে, ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিয়োজক কর্তৃক এরূপ আনুতোষিক প্রদত্ত হইবে যাহা চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসরের জন্য বা ছয় মাসের অধিক উহার কোন অংশের জন্য পনের দিনের গড় বেতনের সমান হইবেঃ ১৯৪৭-এর ১৪।

তবে, (খ) প্রকরণে উল্লিখিত কোন কর্মরত সাংবাদিকের ক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রদেয় আনুতোষিকের মোট পরিমাণ সাড়ে বার মাসের গড় বেতনের অধিক হইবে নাঃ

পরন্তু, যেক্ষেত্রে, কোন কর্মরত সাংবাদিক এরূপ কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত থাকেন যেখানে এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বার মাসের কোন দিনে ছয় জনের অধিক কর্মরত সাংবাদিক নিযুক্ত ছিলেন না, সেক্ষেত্রে ঐরূপ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কোন কর্মরত সাংবাদিককে ঐ প্রারম্ভের পূর্বে তাঁহার চাকরি-কালের জন্য প্রদেয় আনুতোষিক চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসরের জন্য বা ছয় মাসের অধিক উহার কোন অংশের জন্য পনের দিনের গড় বেতনের সমান হইবে না, কিন্তু উহা সমান হইবে—

(ক) চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসরের জন্য বা ছয় মাসের অধিক কোন অংশের জন্য তিন দিনের গড় বেতনের, যদি ঐরূপ বিগত চাকরির কাল পাঁচ বৎসরের অধিক না হয় ;

(খ) চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসরের জন্য বা ছয় মাসের অধিক উহার কোন অংশের জন্য পাঁচ দিনের গড় বেতনের, যদি ঐরূপ বিগত চাকরির কাল পাঁচ বৎসরের অধিক হয় কিন্তু দশ বৎসরের অধিক না হয় ; এবং

(গ) চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসরের জন্য বা ছয় মাসের অধিক উহার কোন অংশের জন্য সাত দিনের গড় বেতনের, যদি ঐরূপ বিগত চাকরির কাল দশ বৎসরের অধিক হয়।

ব্যাখ্যা। — এই উপধারা ও ১৭ ধারার (১) উপধারার প্রয়োজনার্থে, "পরিবার" বলিতে বুঝাইবে—

(i) কোন পুরুষ কর্মরত সাংবাদিকের ক্ষেত্রে, তাঁহার বিধবা, বিবাহিত বা অবিবাহিত সন্তানগণ, এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীল পিতামাতা ও তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা ও সন্তানগণঃ

তবে, কোন বিধবা ঐ কর্মরত সাংবাদিকের পরিবারের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন না, যদি তাঁহার মৃত্যুর সময়ে ঐ বিধবা তাঁহার নিকট হইতে ভরণপোষণ পাইতে বৈধভাবে অধিকারী না থাকেন ;

(ii) কোন কর্মরত মহিলা সাংবাদিকের ক্ষেত্রে, তাঁহার স্বামী, বিবাহিত বা অবিবাহিত সন্তানগণ ও ঐ কর্মরত সাংবাদিকের উপর বা তাঁহার স্বামীর উপর নির্ভরশীল পিতামাতা, এবং তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা ও সন্তানগণঃ

তবে, যদি ঐ কর্মরত সাংবাদিক তাঁহার স্বামীকে পরিবার হইতে বাদ দিবার ইচ্ছা অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, স্বামী ও তাঁহার উপর নির্ভরশীল তাঁহার (স্বামীর) পিতামাতা ঐ কর্মরত সাংবাদিকের পরিবারের অংশ বলিয়া গণ্য হইবেন না,

এবং উপর্যুক্ত ক্ষেত্রদ্বয়ের যেকোন ক্ষেত্রে, যদি কোন কর্মরত সাংবাদিকের সন্তান বা কোন কর্মরত সাংবাদিকের মৃত পুত্রের সন্তান অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দত্তকগৃহীত হইয়া থাকেন এবং যদি দত্তকগ্রহীতার ব্যক্তিগত বিধি অনুযায়ী দত্তকগ্রহণ বিধিগতভাবে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ কোন সন্তান ঐ কর্মরত সাংবাদিকের পরিবারের কোন সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(২) কোন কর্মরত সাংবাদিক কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে চাকরি হইতে বিবেক-বুদ্ধির কারণে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন কিনা তদ্বিষয়ে কোন বিরোধ শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর অথবা শিল্পবিরোধের তদন্ত ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত কোন রাজ্যে বলবৎ কোন তৎস্থানী বিধির অর্থমতে শিল্পবিরোধ বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৪৭-এর ১৪।

(৩) যেক্ষেত্রে মনোনীতক একজন নাবালক এবং (১) উপধারা অনুযায়ী আনুতোষিক তাহার নাবালকত্ব কালে প্রদেয় হয়, সেক্ষেত্রে উহা ৫ক ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবেঃ

তবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন ব্যক্তি না থাকেন, সেক্ষেত্রে কোন যথাযোগ্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত নাবালকের সম্পত্তির কোন অভিভাবককে অথবা যেক্ষেত্রে ঐরূপ অভিভাবক নিযুক্ত হন নাই, সেক্ষেত্রে নাবালকের পিতামাতার কাহাকেও বা যেক্ষেত্রে পিতামাতার কেহই জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নাবালকের অন্য কোন অভিভাবককে অর্থ প্রদান করিতে হইবেঃ

পরন্তু, যেক্ষেত্রে আনুতোষিক দুই বা ততোধিক মনোনীতককে প্রদেয় হয় এবং তাঁহাদের উভয়ের একজন বা তাঁহাদের যেকেহ মৃত হন, সেক্ষেত্রে ঐ আনুতোষিক উত্তরজীবী মনোনীতক বা মনোনীতকগণকে প্রদান করিতে হইবে।

কর্মরত সাংবাদিক কর্তৃক মনোনয়ন।

৫ক। (১) তৎকালে বলবৎ কোন বিধিতে, অথবা কোন কর্মরত সাংবাদিককে প্রদেয় কোন আনুতোষিক সম্পর্কিত কোন বিলিব্যবস্থায়, উইলমূলে বা অন্যথায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে বিহিত প্রণালীতে কৃত কোন মনোনয়ন কোন কর্মরত সাংবাদিকের তৎকালে প্রাপ্য আনুতোষিক গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, সেক্ষেত্রে ঐ মনোনীতক, ঐ কর্মরত সাংবাদিকের মৃত্যুতে, অন্য সকল ব্যক্তিকে বাদ দিয়া, ঐ আনুতোষিকে স্বত্ববান হইবেন ও তদ্‌বাবত প্রাপ্য অর্থ পাইতে অধিকারী হইবেন, যদি না বিহিত প্রণালীতে তাঁহার মনোনয়ন পরিবর্তিত বা বাতিল হইয়া থাকে।

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত কোন মনোনয়ন বাতিল হইয়া যাইবে, যদি মনোনীতক, বা যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক মনোনীতক আছেন সেক্ষেত্রে সকল মনোনীতক, মনোনয়নকারী কর্মরত সাংবাদিকের পূর্বে মৃত হন।

(৩) যেক্ষেত্রে মনোনীতক একজন নাবালক, সেক্ষেত্রে মনোনয়নকারী কর্মরত সাংবাদিকের পক্ষে, মনোনীতকের নাবালকত্বকালে ঐ সাংবাদিকের মৃত্যু হইলে, আনুতোষিক গ্রহণ করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে বিহিত প্রণালীতে নিযুক্ত করা বিধিসম্মত হইবে।]

কার্যের সময়।

৬। (১) এই আইন অনুযায়ী যে নিয়মাবলী প্রণীত হইতে পারে তদধীনে, কোন কর্মরত সাংবাদিক কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে যেকোন উপর্যুপরি চার সপ্তাহের সময়সীমার মধ্যে, আহারের সময় বাদ দিয়া, একশত চুয়াল্লিশ ঘণ্টার অধিক কাল কার্য করিতে অনুজ্ঞাত বা অনুমত হইবেন না।

(২) প্রত্যেক কর্মরত সাংবাদিককে উপর্যুপরি যেকোন সাতদিনের সময়সীমার মধ্যে উপর্যুপরি অন্যূন চব্বিশ ঘণ্টার সময়সীমার জন্য বিশ্রাম দিতে হইবে, যে সময়সীমার মধ্যে রাত্রি ১০টা হইতে সকাল ৬টা পর্যন্ত সময় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার প্রয়োজনার্থে, "সপ্তাহ" বলিতে, শনিবার মধ্যরাত্রে আরম্ভ হইয়াছে এরূপ সাতদিনের সময়সীমা বুঝাইবে।

অবকাশ।

৭। যেরূপ ছুটি, নৈমিত্তিক অবকাশ বা অন্য প্রকারের অবকাশ বিহিত হইতে পারে, তৎসম্পর্কে অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া প্রত্যেক কর্মরত সাংবাদিক—

(ক) যে সময়সীমা কর্তব্য-কার্যে ব্যয়িত হয় তাহার এগার ভাগের একভাগের জন্য পুরা মজুরীতে অর্জিত অবকাশ পাইতে ;

(খ) চাকরি-কালের অন্যূন আঠার ভাগের একভাগের জন্য চিকিৎসা-শংসাপত্রের ভিত্তিতে অর্ধ মজুরীতে অবকাশ পাইতে,

অধিকারী হইবেন।

মজুরীর হার স্থিরীকরণ বা পুনরীক্ষণ।

[১][৮। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, অতঃপর ইহাতে ব্যবস্থিত প্রণালীতে,—

(ক) কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে মজুরীর হারসমূহ স্থির করিতে পারিবেন ;

(খ) সময়ে সময়ে, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ কাল-ব্যবধানে, এই ধারা অনুযায়ী স্থিরীকৃত, বা কর্মরত সাংবাদিক (মজুরীর হার স্থিরীকরণ) আইন, ১৯৮৫-র ৬ ধারা অনুযায়ী কৃত আদেশে বিনির্দিষ্ট, মজুরীর হারসমূহ পুনরীক্ষণ করিতে পারিবেন। ১৯৫৮-র ২৯।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে কালানুপাতী কাজের জন্য এবং মাত্রানুপাতী কাজের জন্য মজুরীর হারসমূহ স্থিরীকৃত বা পুনরীক্ষিত হইতে পারিবে।

মজুরীর হার স্থির ও পুনরীক্ষণ করিবার প্রক্রিয়া।

৯। কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে মজুরীর হারসমূহ এই আইন অনুযায়ী স্থির করিবার বা পুনরীক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার, যখন ও যেমন প্রয়োজন, একটি মজুরী পর্ষদ গঠন করিতে পারিবেন, যাহাতে থাকিবেন—

(ক) সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে নিয়োজকগণের প্রতিনিধিত্ব করেন এরূপ দুইজন ব্যক্তি ;

(খ) কর্মরত সাংবাদিকগণের প্রতিনিধিত্ব করেন এরূপ দুইজন ব্যক্তি ;

(গ) তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যাঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন এরূপ ব্যক্তি যিনি কোন হাইকোর্টের বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক আছেন বা ছিলেন এবং যিনি ঐ সরকার কর্তৃক ঐ পর্ষদের সভাপতিরূপে নিযুক্ত হইবেন।

---

[১] ১৯৬২-র ৬৫ আইন, ৪ ধারা দ্বারা ৮ হইতে ১৩ ধারাসমূহের স্থলে (৯৫-৯-১৯৬৩ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশ।

১০। (১) পর্ষদ যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ প্রণালীতে প্রকাশিত নোটিস দ্বারা, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানসমূহকে ও কর্মরত সাংবাদিকগণকে এবং কর্মরত সাংবাদিকগণের মজুরীর হারসমূহ স্থিরীকরণ বা পুনরীক্ষণের বিষয়ে স্বার্থ-যুক্ত অন্য ব্যক্তিগণকে, কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে এই আইন অনুযায়ী মজুরীর যে হারসমূহ স্থিরীকৃত বা পুনরীক্ষিত হইতে পারে তৎসম্পর্কে তাঁহারা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ নিবেদন করিতে আহ্বান করিবেন।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক নিবেদন লিখিতভাবে হইবে এবং পর্ষদ নোটিসে যেরূপ নির্দিষ্ট করেন সেরূপ সময়সীমার মধ্যে কৃত হইবে, এবং মজুরীর যে হারসমূহ, নিয়োজকের উহা প্রদান করিবার ক্ষমতা বা অন্য কোন অবস্থা, তন্মধ্যে যাহা নিবেদনকারী ব্যক্তির নিকট তাঁহার নিবেদন সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, নিবেদনকারী ব্যক্তির অভিমতে যুক্তিসঙ্গত হয়, সেই হারসমূহ ঐ নিবেদনে বিবৃত থাকিবে।

(৩) পর্ষদ পূর্বোক্ত নিবেদনসমূহ, যদি কিছু থাকে, বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিবেন এবং তৎসমক্ষে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ পরীক্ষা করিয়া কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে মজুরীর হারসমূহ স্থিরীকরণ বা পুনরীক্ষণের জন্য, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সেরূপ সুপারিশ করিবেন ; এবং ঐরূপ কোন সুপারিশ, যে তারিখ হইতে মজুরীর ঐ হারসমূহ, ভবিষ্যাপেক্ষরূপেই হউক বা ভূতাপেক্ষ-রূপেই হউক, কার্যকর হইবে, সেই তারিখ বিনির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন সুপারিশকরণে পর্ষদ জীবনযাত্রার ব্যয়, তুল্য নিয়োজনের জন্য প্রচলিত মজুরীর হারসমূহ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংবাদপত্র-শিল্পসংক্রান্ত অবস্থাসমূহের প্রতি এবং অন্য কোন অবস্থা যাহা পর্ষদের নিকট প্রাসঙ্গিক মনে হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

১৯৪৭-এর ১৪।

পর্ষদের ক্ষমতা ও প্রক্রিয়া।

১১। (১) শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৭ অনুযায়ী গঠিত কোন শিল্প ট্রাইবিউন্যাল তন্নিকট প্রেষিত কোন শিল্পবিরোধের বিচার-নির্ণয়ের জন্য যে ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করেন, পর্ষদ (২) উপধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহের অধীনে সেই সকল ক্ষমতা বা উহার যেকোনটি প্রয়োগ করিতে পারেন এবং এই আইনের অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহের ও তদনুযায়ী কোন নিয়মা-বলী প্রণীত হইয়া থাকিলে ঐ নিয়মাবলীর অধীনে, পর্ষদের নিজস্ব প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) পর্ষদের নিকট কৃত কোন নিবেদন এবং সাক্ষ্যরূপে তন্নিকট উপস্থাপিত কোন লেখ্য, তদ্বিষয়ে স্বার্থযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ ফী প্রদানান্তর, পরিদর্শনের জন্য অবারিত থাকিবে।

(৩) যদি কোন কারণে পর্ষদের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যের পদে শূন্যতা ঘটে, তাহা হইলে, কেন্দ্রীয় সরকার ৯ ধারার বিধানসমূহ অনুসারে উহাতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া ঐ শূন্যতা পূরণ করিবেন, এবং ঐরূপে পুনর্গঠিত পর্ষদের সমক্ষে কোন কার্যবাহ, ঐ শূন্যতা ঘটিবার কালে উহা যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায় হইতে, চালানো যাইতে পারে।

মজুরী পর্ষদের সুপারিশসমূহ বলবৎ করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।

১২। (১) পর্ষদের সুপারিশসমূহ প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব শীঘ্র কেন্দ্রীয় সরকার ঐ সুপারিশসমূহ অনুসারে, অথবা যদি কেন্দ্রীয় সরকার এরূপ কোন সংপরিবর্তন উপযুক্ত মনে করেন, যে সংপরিবর্তন, ঐ সরকারের অভিমতে, ঐ সুপারিশসমূহের প্রকৃতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না ঘটায়, তাহা হইলে, সেরূপ সংপরিবর্তনের অধীনে, একটি আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎ-সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকার, যদি উপযুক্ত মনে করেন,—

(ক) সুপারিশসমূহে যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সংপরিবর্তনসমূহ করিতে পারেন, যে সংপরিবর্তন-সমূহ (১) উপধারায় উল্লিখিত প্রকৃতির নহেঃ

তবে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন করিবার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার, তদ্দ্বারা যাঁহাদের প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা আছে সেই সকল ব্যক্তিকে, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ প্রণালীতে নোটিস দেওয়াইবেন, এবং তাঁহারা এতৎপক্ষে লিখিতভাবে যেকোন নিবেদন করেন তাহা বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিবেন ; অথবা,

(খ) সুপারিশসমূহ বা উহাদের কোন অংশ পর্ষদের নিকট প্রেরণ করিতে পারেন, যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার পর্ষদের অতিরিক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিবেন এবং হয় ঐ সুপারিশসমূহ অনুসারে অথবা যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন (১) উপধারায় উল্লিখিত প্রকৃতির সেরূপ সংপরিবর্তনসমূহ সহ একটি আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ তৎসংক্রান্ত পর্ষদের সুপারিশসমূহের সহিত একযোগে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং ঐ আদেশ প্রকাশনের তারিখে অথবা ঐ আদেশে যে তারিখ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে, ভবিষ্যাপেক্ষরূপেই হউক বা ভূতাপেক্ষরূপেই হউক, সেই তারিখে ক্রিয়াশীল হইবে।

কর্মরত সাংবাদিকগণ আদেশে বিনির্দিষ্ট হারের অন্যূন হারে মজুরী পাইবার অধিকারী।

১৩। ১২ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আদেশ বলবৎ হইলে, প্রত্যেক কর্মরত সাংবাদিক তাঁহার নিয়োজক কর্তৃক সেই হারে মজুরী পাইবার অধিকারী হইবেন, যাহা কোনক্ষেত্রেই ঐ আদেশে বিনির্দিষ্ট মজুরীর হার অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।

অন্তর্বর্তী মজুরীর হার স্থির করিতে সরকারের ক্ষমতা।

১৩ক। (১) এই আইনে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অভিমত পোষণ করেন যে এরূপ করা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, পর্ষদের সহিত পরামর্শের পর, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে অন্তর্বর্তী মজুরীর হারসমূহ স্থির করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপে স্থিরীকৃত কোন অন্তর্বর্তী মজুরীর হারসমূহ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে সকল নিয়োজকের উপর বাধ্যকর হইবে, এবং প্রত্যেক কর্মরত সাংবাদিক সেই হারে মজুরী পাইবার অধীকারী হইবেন, যে হার কোন ক্ষেত্রেই (১) উপধারা অনুযায়ী স্থিরীকৃত মজুরীর হার অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।

(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী স্থিরীকৃত কোন অন্তর্বর্তী মজুরীর হার কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ ধারা অনুযায়ী আদেশ ক্রিয়াশীল না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।]

কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে মজুরীর হার স্থিরীকরণ বা পুনরীক্ষণের জন্য ট্রাইবিউন্যাল গঠন।

[১] [**১৩কক।** (১) এই আইনে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অভিমত পোষণ করেন যে, এই আইন অনুযায়ী কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে মজুরীর হারসমূহের স্থিরীকরণ বা পুনরীক্ষণের উদ্দেশ্যে ৯ ধারা অনুযায়ী গঠিত পর্ষদ (যেকোন কারণেই হউক) কার্যোপযোগী-ভাবে কৃত্য সম্পাদনে সমর্থ হন নাই এবং এই পরিস্থিতিতে এরূপ করা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন অনুযায়ী কর্মরত সাংবাদিক-গণ সম্পর্কে মজুরীর হারসমূহের স্থিরীকরণ বা পুনরীক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি ট্রাইবিউন্যাল গঠন করিবেন, যাহাতে থাকিবেন এরূপ একজন ব্যক্তি যিনি কোন হাইকোর্টের বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক আছেন বা ছিলেন।

---

১ ১৯৭৯-র ৬ আইন, ৩ ধারা দ্বারা (৩১-১-১৯৭৯ হইতে) সন্নিবেশিত।

(২) ১০ হইতে ১৩ক ধারার বিধানসমূহ এই ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী গঠিত ট্রাইবিউন্যাল, কেন্দ্রীয় সরকার এবং কর্মরত সাংবাদিকগণের প্রতি ও তাঁহাদের সম্পর্কে এই সকল সংপরিবর্তন সাপেক্ষ প্রযুক্ত হইবে যে—

(ক) তথায় পর্ষদের উল্লেখ যে সকল স্থলে থাকিবে সেই সকল স্থলে উহা ট্রাইবিউন্যালের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ;

(খ) ১১ ধারার (৩) উপধারায়,—

(i) পর্ষদের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য পদের উল্লেখ, ট্রাইবিউন্যাল যে ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত সেই ব্যক্তির পদের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ; এবং

(ii) ৯ ধারার উল্লেখ এই ধারার (১) উপধারার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ; এবং

(গ) ১৩ ধারা ও ১৩ক ধারার ১২ ধারার উল্লেখ এই ধারার সহিত পঠিত ১২ ধারার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৩) ট্রাইবিউন্যাল, এই আইন অনুযায়ী তদীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদনকালে মজুরী পর্ষদ কর্তৃক অভিলিখিত বা অংশতঃ মজুরী পর্ষদ কর্তৃক অভিলিখিত এবং অংশতঃ স্ব-অভিলিখিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কার্য করিতে পারিবেনঃ

তবে, যদি ট্রাইবিউন্যাল অভিমত পোষণ করেন যে, যে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য ইতঃপূর্বে অভিলিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও তদতিরিক্ত পরীক্ষা করা ন্যায়বিচারের স্বার্থে আবশ্যক, তাহা হইলে ট্রাইবিউন্যাল ঐরূপ কোন সাক্ষীকে পুনরায় সমন করিতে পারিবেন, এবং ট্রাইবিউন্যাল যেরূপ অনুমতি দিবেন সেরূপ অতিরিক্ত পরীক্ষা, জেরা ও পুনঃপরীক্ষা করিবার থাকিলে তাহা করিবার পর, সাক্ষী অব্যাহতি পাইবেন।

(৪) (১) উপধারা অনুযায়ী কোন ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হইলে পর, ৯ ধারা অনুযায়ী গঠিত ও ঐরূপ গঠনের অব্যবহিত পূর্বে কৃত্য-সম্পাদনরত পর্ষদ আর বিদ্যমান থাকিবে না এবং ঐ পর্ষদ গঠনকারী সদস্যগণ তাঁহাদের পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেনঃ

তবে, কর্মরত সাংবাদিকগণ সম্পর্কে ১৩ক ধারানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত ও ট্রাইবিউন্যাল গঠনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ কোন অন্তর্বর্তী মজুরীর হারসমূহ, কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধারার সহিত পঠিত ১২ ধারা অনুযায়ী আদেশ ক্রিয়াশীল না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।]

[১][অধ্যায় ২ক

সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারী

সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারীর মজুরীর হার স্থিরীকরণ বা পুনরীক্ষণ।

১৩খ। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, অতঃপর ইহাতে ব্যবস্থিত প্রণালীতে,—

(ক) সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণ সম্পর্কে মজুরীর হারসমূহ স্থির করিতে পারিবেন ; এবং

(খ) সময়ে সময়ে, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ কাল-ব্যবধানে, এই ধারা অনুযায়ী স্থিরীকৃত মজুরীর হারসমূহ পুনরীক্ষণ করিতে পারিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণ সম্পর্কে কালানুপাতী কাজের জন্য এবং মাত্রানুপাতী কাজের জন্য মজুরীর হারসমূহ স্থিরীকৃত বা পুনরীক্ষিত হইতে পারিবে।

---

[১] ১৯৭৪-এর ৬০ আইন, ৪ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণ সম্পর্কে মজুরীর হার স্থিরীকরণের বা পুনরীক্ষণের জন্য মজুরী পর্ষদ।

১৩গ। সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণ সম্পর্কে মজুরীর হারসমূহ এই আইন অনুযায়ী স্থির করিবার বা পুনরীক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার, যখন ও যেমন প্রয়োজন একটি মজুরী পর্ষদ গঠন করিতে পারিবেন, যাহাতে থাকিবেন—

(ক) সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে নিয়োজকগণের প্রতিনিধিত্ব করেন এরূপ দুইজন ব্যক্তি ;

(খ) সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণের প্রতিনিধিত্ব করেন এরূপ দুইজন ব্যক্তি ; এবং

(গ) তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যাঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন এরূপ ব্যক্তি যিনি কোন হাইকোর্টের বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক আছেন বা ছিলেন, এবং যিনি ঐ সরকার কর্তৃক ঐ পর্ষদের সভাপতিরূপে নিযুক্ত হইবেন।

কোন কোন বিধানের প্রয়োগ।

১৩ঘ। ১০ হইতে ১৩ক ধারার বিধানসমূহ, ১৩গ ধারা অনুযায়ী গঠিত পর্ষদ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণের প্রতি ও তাঁহাদের সম্পর্কে, এই সকল সংপরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে যে—

(ক) তথায় পর্ষদ ও কর্মরত সাংবাদিকগণের উল্লেখ যে সকল স্থলে থাকিবে সেই সকল স্থলে উহা যথাক্রমে ১৩গ ধারা অনুযায়ী গঠিত পর্ষদের এবং সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ;

(খ) ১১ ধারার (৩) উপধারায় ৯ ধারার উল্লেখ ১৩গ ধারার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ; এবং

(গ) ১৩ ধারা ও ১৩ক ধারায় ১২ ধারার উল্লেখ এই ধারার সহিত পঠিত ১২ ধারার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।]

সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণ সম্পর্কে মজুরীর হার স্থিরীকরণ বা পুনরীক্ষণের জন্য ট্রাইবিউন্যাল গঠন।

[১] [**১৩ঘঘ।** (১) এই আইনে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অভিমত পোষণ করেন যে, এই আইন অনুযায়ী সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণ সম্পর্কে মজুরীর হারসমূহের স্থিরীকরণ বা পুনরীক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৩গ ধারা অনুযায়ী গঠিত পর্ষদ (যে কোন কারণেই হউক) কার্যোপযোগীভাবে কৃত্য সম্পাদনে সমর্থ হন নাই এবং এই পরিস্থিতিতে এরূপ করা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন অনুযায়ী সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণ সম্পর্কে মজুরীর হারসমূহের স্থিরীকরণ বা পুনরীক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি ট্রাইবিউন্যাল গঠন করিবেন, যাহাতে থাকিবেন এরূপ একজন ব্যক্তি যিনি কোন হাইকোর্টের বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক আছেন বা ছিলেন।

(২) ১০ হইতে ১৩ক ধারার বিধানসমূহ এই ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী গঠিত ট্রাইবিউন্যাল, কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণের প্রতি ও তাঁহাদের সম্পর্কে, এই সকল সংপরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে যে—

(ক) তথায় পর্ষদ ও কর্মরত সাংবাদিকগণের উল্লেখ যে সকল স্থলে থাকিবে সেই সকল স্থলে উহা যথাক্রমে ট্রাইবিউন্যাল ও সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ;

---

১ ১৯৭৯-র ৬ আইন, ৪ ধারা দ্বারা (৩১-১-১৯৭৯ হইতে) সন্নিবেশিত।

(খ) ১১ ধারার (৩) উপধারায়,—

(i) পর্ষদের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য পদের উল্লেখ, ট্রাইবিউন্যাল যে ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত সেই ব্যক্তির পদের উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ; এবং

(ii) ৯ ধারার উল্লেখ এই ধারার (১) উপধারার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে ; এবং

(গ) ১৩ ধারা ও ১৩ক ধারায় ১২ ধারার উল্লেখ এই ধারার সহিত পঠিত ১২ ধারার উল্লেখ বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৩) ট্রাইবিউন্যাল, এই আইন অনুযায়ী তদীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদনকালে মজুরী পর্ষদ কর্তৃক অভিলিখিত বা অংশতঃ মজুরী পর্ষদ কর্তৃক অভিলিখিত এবং অংশতঃ স্ব-অভিলিখিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কার্য করিতে পারিবেনঃ

তবে, যদি ট্রাইবিউন্যাল অভিমত পোষণ করেন যে, কে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য ইতঃপূর্বে অভিলিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও তদতিরিক্ত পরীক্ষা করা ন্যায়বিচারের স্বার্থে আবশ্যক, তাহা হইলে ট্রাইবিউন্যাল ঐরূপ কোন সাক্ষীকে পুনরায় সমন করিতে পারিবেন, এবং ট্রাইবিউন্যাল যেরূপ অনুমতি দিবেন সেরূপ অতিরিক্ত পরীক্ষা, জেরা ও পুনঃপরীক্ষা করিবার থাকিলে তাহা করিবার পর, সাক্ষী অব্যাহতি পাইবেন।

(৪) (১) উপধারা অনুযায়ী কোন ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হইলে পর, ১৩গ ধারা অনুযায়ী গঠিত ও ঐরূপ গঠনের অব্যবহিত পূর্বে কৃত্য-সম্পাদনরত পর্ষদ আর বিদ্যমান থাকিবে না এবং ঐ পর্ষদ গঠনকারী সদস্যগণ তাঁহাদের পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেনঃ

তবে, সংবাদপত্রের অসাংবাদিক কর্মচারিগণ সম্পর্কে ১৩ঘ ধারার সহিত পঠিত ১৩ক ধারানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত ও ট্রাইবিউন্যাল গঠনের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ কোন অন্তর্বর্তী মজুরীর হারসমূহ, কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধারার সহিত পঠিত ১২ ধারা অনুযায়ী আদেশ ক্রিয়াশীল না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।]

অধ্যায় ৩

সংবাদপত্র কর্মচারিগণের প্রতি কোন কোন আইনের প্রয়োগ

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতি ১৯৪৬-এর ২০ আইন প্রযুক্ত হইবে।

১৪। শিল্প নিয়োজন (স্থায়ী আদেশ) আইন, ১৯৪৬-এর বিধানসমূহ, তৎকালে যথা-বলবৎ, এরূপ প্রত্যেক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রযুক্ত হইবে, যেখানে কুড়িজন বা ততোধিক সংবাদপত্র কর্মচারী নিযুক্ত থাকেন বা পূর্ববর্তী বার মাসের কোন দিনে নিযুক্ত ছিলেন, যেন ঐরূপ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান এমন একটি শিল্পসম্বন্ধী প্রতিষ্ঠান যৎপ্রতি পূর্বোক্ত আইন ঐ আইনের ১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী একটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং যেন কোন সংবাদপত্র কর্মচারী ঐ আইনের অর্থমতে কোন একজন কর্মী।

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতি ১৯৫২-র ১৯ আইন প্রযুক্ত হইবে।

১৫। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি [১] [ও বিবিধ বিধান] আইন, ১৯৫২, তৎকালে যথা-বলবৎ, এরূপ প্রত্যেক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রযুক্ত হইবে, যেখানে কুড়িজন বা ততোধিক ব্যক্তি যে কোন দিনে নিযুক্ত থাকেন, যেন ঐরূপ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান এমন একটি কারখানা যৎপ্রতি পূর্বোক্ত আইন ঐ আইনের ১ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং যেন কোন সংবাদপত্র কর্মচারী ঐ আইনের অর্থমতে কোন একজন কর্মী।

---

[১] ১৯৭৬-এর ৯৯ আইন, ১৭ ধারা দ্বারা, "এবং পরিবার পেনশন নিধি"—এই শব্দসমূহ যাহা ১৯৭১-এর ১৬ আইন, ১৩ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছিল তাহার স্থলে (১-৮-১৯৭৬ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ৪

বিবিধ

এই আইনের সহিত অসমঞ্জস বিধি ও চুক্তিসমূহের কার্যকারিতা।

১৬। (১) এই আইনের বিধানসমূহ, অন্য কোন বিধিতে অথবা কোন রোয়েদাদ, চুক্তি বা চাকরির সংবিদার শর্তাবলীতে ঐ বিধানসমূহের সহিত অসমঞ্জস যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও, কার্যকরী হইবে, ঐ রোয়েদাদ, চুক্তি বা চাকরির সংবিদা এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই হইয়া থাকুক না কেনঃ

তবে, যেক্ষেত্রে কোন সংবাদপত্র কর্মচারী ঐরূপ কোন রোয়েদাদ, চুক্তি বা চাকরির সংবিদা অনুযায়ী, বা অন্যথা, কোন বিষয় সম্পর্কে, এরূপ সুবিধাসমূহের অধিকারী হইতেন, যাহা এই আইন অনুযায়ী তিনি যে সুবিধাসমূহের অধিকারী হইতেন তদপেক্ষা তাঁহার পক্ষে অধিকতর অনুকূল, সেক্ষেত্রে, ঐ সংবাদপত্র কর্মচারী, তিনি যে এই আইন অনুযায়ী অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সুবিধাসমূহ গ্রহণ করিতেছেন তৎসত্ত্বেও, ঐ বিষয় সম্পর্কে ঐ অধিকতর অনুকূল সুবিধাসমূহের অধিকারী থাকিয়া যাইবেন।

(২) এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে, উহা কোন সংবাদপত্র কর্মচারীকে কোন নিয়োজকের সহিত কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁহাকে এরূপ অধিকারসমূহ বা বিশেষাধিকারসমূহ প্রদান করিবার জন্য চুক্তি করা হইতে নিবারিত করে, যাহা এই আইন অনুযায়ী তিনি যে অধিকারসমূহ বা বিশেষাধিকারসমূহের অধিকারী হইতেন তদপেক্ষা তাঁহার পক্ষে অধিকতর অনুকূল।

নিয়োজক সংবাদপত্র কর্মচারিগণকে পদচ্যুত, বরখাস্ত ইত্যাদি করিবেন না।

[১][১৬ক। কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কোনও নিয়োজক, ১২ ধারার অধীনে অথবা ১৩কক ধারা বা ১৩ঘঘ ধারা সহ পঠিত ১২ ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন আদেশে বিনির্দিষ্ট হারে সংবাদপত্র কর্মচারিগণকে মজুরী প্রদানে তাঁহার দায়িতার কারণে, কোন সংবাদপত্র কর্মচারীকে পদচ্যুত, বরখাস্ত বা ছাঁটাই করিবেন না।]

কোন নিয়োজকের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের আদায়।

[২][১৭। (১) যেক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী, কোন নিয়োজকের নিকট হইতে কোন সংবাদপত্র কর্মচারীর কোন অর্থ প্রাপ্য হয়, সেক্ষেত্রে ঐ সংবাদপত্র কর্মচারী স্বয়ং বা এতৎপক্ষে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তি বা ঐ কর্মচারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিবারের কোন সদস্য, আদায়ের অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া তাঁহার প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, এবং যদি রাজ্য সরকারের বা এতৎপক্ষে রাজ্য সরকার যেরূপ বিনির্দিষ্ট করেন সেরূপ প্রাধিকারীর প্রতীতি হয় যে কোন অর্থ ঐরূপে প্রাপ্য আছে, তাহা হইলে, ঐ সরকার বা প্রাধিকারী ঐ অর্থের জন্য সমাহর্তার নিকট একটি শংসাপত্র প্রেরণ করিবেন এবং সমাহর্তা, যে প্রণালীতে ভূমিরাজস্বের বকেয়া আদায় করা হয় সেই প্রণালীতে ঐ অর্থ আদায় করিতে অগ্রসর হইবেন।

(২) যদি কোন নিয়োজকের নিকট হইতে কোন সংবাদপত্র কর্মচারীর এই আইন অনুযায়ী প্রাপ্য অর্থ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহা হইলে রাজ্য সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা তন্নিকটে কৃত কোন আবেদনের উপর, ঐ প্রশ্ন শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৭ অনুযায়ী বা শিল্পবিরোধসমূহের তদন্ত ও নিষ্পত্তি সম্পর্কে রাজ্যে বলবৎ তৎস্থানী কোন বিধি অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত কোন শ্রম আদালতের ১৯৪৭-এর ১৪।

১১৯৮১-র ৩৬ আইন, ৩ ধারা দ্বারা (১৩-৮-১৯৮০ হইতে) সন্নিবেশিত।

২১৯৬২-র ১৫ আইন, ৫ ধারা দ্বারা ১৭ ধারার স্থলে (১৫-১-১৯৬৩ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

নিকট প্রেষণ করিতে পারিবেন এবং ঐ শ্রম আদালত সম্পর্কে উক্ত আইন বা বিধি এইরূপে কার্যকরী হইবে যেন ঐরূপে প্রেষিত প্রশ্নটি ঐ আইন বা বিধি অনুযায়ী বিচার-নির্ণয়ের জন্য শ্রম আদালতে প্রেষিত কোন বিষয়।

(৩) শ্রম আদালতের সিদ্ধান্ত, ঐ আদালত কর্তৃক, যে রাজ্য সরকার ঐ বিষয়টি প্রেষণ করিয়াছিলেন, তন্নিকট প্রেরিত হইবে, এবং শ্রম আদালত কর্তৃক প্রাপ্য বলিয়া নির্ণীত কোন অর্থ (১) উপধারায় ব্যবস্থিত প্রণালীতে আদায় করা যাইবে।

রেজিস্ট্রী বহি, নথি ও কর্মিতালিকাসমূহের রক্ষণ।

১৭ক। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রত্যেক নিয়োজক, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ রেজিস্ট্রী বহি, নথি ও কর্মিতালিকাসমূহ, যে প্রণালী বিহিত হইতে পারে সেই প্রণালীতে, প্রস্তুত ও রক্ষণ করিবেন।

পরিদর্শকগণ।

১৭খ। (১) রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ব্যক্তিগণকে, এই আইনের প্রয়োজনার্থে, পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং যে স্থানীয় সীমার মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন তাহা নিরূপিত করিতে পারিবেন।

১৯৫৮-র ২৯।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী নিযুক্ত কোন পরিদর্শক এই আইনের বা কর্মরত সাংবাদিক (মজুরীর হার স্থিরীকরণ) আইন, ১৯৫৮-র কোন বিধান কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পালিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে—

(ক) তিনি যেরূপ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন সেরূপ তথ্য সরবরাহ করিতে কোন নিয়োজককে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন ;

(খ) যেকোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে, কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং উহার ভারপ্রাপ্ত যাঁহাকে পাওয়া যায় তাঁহাকে, ঐ প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগণের নিয়োজন বা মজুরী প্রদান সম্পর্কিত যেকোন হিসাব, বহি, রেজিস্ট্রী বহি ও অন্য লেখ্যসমূহ পরীক্ষার জন্য তৎসমক্ষে উপস্থাপিত করিতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন ;

(গ) পূর্বোক্ত যেকোন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক কোন বিষয় সম্পর্কে নিয়োজককে, তাঁহার অভিকর্তা বা পরিচালককে অথবা ঐ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন বাটীর ভারপ্রাপ্ত যাঁহাকে পাওয়া যায় সেরূপ অন্য কোন ব্যক্তিকে বা কোন ব্যক্তি যিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মচারী আছেন বা ছিলেন বলিয়া পরিদর্শকের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু থাকে সেরূপ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন ;

(ঘ) ঐ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রক্ষিত কোন বহি, রেজিস্ট্রী বহি বা অন্য লেখ্যসমূহের প্রতিলিপি করিতে বা ঐগুলি হইতে উদ্ধৃতি লইতে পারিবেন ;

(ঙ) যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

১৮৬০-এর ৪৫।

(৩) প্রত্যেক পরিদর্শক ভারতীয় দণ্ড সংহিতার অর্থমতে একজন সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) কোন পরিদর্শক কর্তৃক (২) উপধারা অনুযায়ী কোন লেখ্য, দ্রব্য উপস্থাপিত করিতে অথবা কোন তথ্য প্রদান করিতে অনুজ্ঞাত কোন ব্যক্তি ঐরূপ করিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিবেন।]

দণ্ড।

১৮। [১][(১) যদি কোন নিয়োজক এই আইনের কোন বিধান অথবা তদ্‌ধীনে কৃত কোন নিয়ম বা আদেশ লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি দুইশত টাকা পর্যন্ত জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।

(১ক) যেকেহ এই আইন অনুযায়ী কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া পুনরায় সেই একই বিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন, তিনি পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবেন।

(১খ) যেক্ষেত্রে কোন কোম্পানীর দ্বারা কোন অপরাধ কৃত হইয়াছে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি ঐ অপরাধ কৃত হইবার সময়ে ঐ কোম্পানীর কারবার চালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ও কোম্পানীর নিকট দায়ী ছিলেন, তিনি এবং, অধিকন্তু, ঐ কোম্পানী ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তদনুসারে অভিযোগার্হ ও দণ্ডার্হ হইবেনঃ

তবে, এই উপধারার অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে এই ধারার ব্যবস্থা মতে দণ্ডনীয় করিবে না যদি তিনি প্রমাণ করেন যে ঐ অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে কৃত হইয়াছিল বা ঐরূপ অপরাধকরণ নিবারিত করিতে তিনি যথোচিত সকল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।

(১গ) (১খ) উপধারায় যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও, যেক্ষেত্রে কোন কোম্পানী কর্তৃক এই ধারার অধীন কোন অপরাধ কৃত হইয়াছে এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে ঐ কোম্পানীর কোন ডিরেক্টর, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য আধিকারিকের সম্মতি বা মৌনসম্মতিক্রমে ঐ অপরাধ কৃত হইয়াছে অথবা ঐ অপরাধকরণ তাঁহাদের কাহারও কোন গুরুতর অবহেলাতে আরোপনীয় হয়, সেক্ষেত্রে ঐ ডিরেক্টর, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য আধিকারিকও ঐরূপ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তদনুসারে অভিযোগার্হ ও দণ্ডার্হ হইবেন।

(১ঘ) এই ধারার প্রয়োজনার্থে,—

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন নিগমবদ্ধ সংস্থাকে বুঝাইবে এবং উহা কোন ফার্মকে বা ব্যক্তিগণের অন্য পরিমেলকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ; এবং

(খ) কোন ফার্ম সম্পর্কে "ডিরেক্টর" বলিতে ঐ ফার্মের কোন অংশীদারকে বুঝাইবে।]

(২) প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের অধস্তন কোন আদালত এই ধারার অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন আদালত এই ধারার অধীন কোন অপরাধ প্রগ্রহণ করিবেন না, যদি না যে তারিখে ঐ অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত হয় সেই তারিখের ছয় মাসের মধ্যে ঐ অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ কৃত হয়।

দণ্ড-নিষ্কৃতি।

১৯। সরল বিশ্বাসে কৃত হয় বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত হয় এরূপ কোন কিছুর জন্য, পর্ষদের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য [২][বা ট্রাইবিউন্যাল যে ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত সেই ব্যক্তি] [৩][বা এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত কোন পরিদর্শকের] বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিশংসন বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

নিয়োগে ত্রুটি কোন কার্যকে অসিদ্ধ করিবে না।

[৪][১৯ক। পর্ষদের কোন কার্য বা কার্যবাহ সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না কেবল এই হেতুতে যে পর্ষদে কোন শূন্যপদ আছে বা পর্ষদের গঠনে কোন ত্রুটি আছে।

১১৯৬২-র ৬৫ আইন, ৬ ধারা দ্বারা (১) উপধারার স্থলে (১৫-১-১৯৬৩ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

২১৯৭৯-র ৬ আইন, ৫ ধারা দ্বারা (৩১-১-১৯৭৯ হইতে) সন্নিবেশিত।

৩১৯৬২-র ৬৫ আইন, ৭ ধারা দ্বারা (১৫-১-১৯৬৩ হইতে) সন্নিবেশিত।

৪ঐ, ৮ ধারা দ্বারা (১৫-১-১৯৬৩ হইতে) সন্নিবেশিত।

১৯৫৮-র ২৫।

১৯খ। এই আইনের কোন কিছুই বা কর্মরত সাংবাদিক ব্যবৃত্তি। (মজুরীর হার স্থিরীকরণ) আইন, ১৯৫৮ এরূপ

[১][কোন সংবাদপত্র কর্মচারীর] প্রতি প্রযুক্ত হইবে না যিনি একজন সরকারী কর্মচারী যৎপ্রতি মৌলিক ও অনুপূরক নিয়মাবলী, অসামরিক কৃত্যক (শ্রেণীবিভাজন, নিয়ন্ত্রণ ও আপীল) নিয়মাবলী, অসামরিক কৃত্যক (অস্থায়ী চাকরি) নিয়মাবলী, পুনরীক্ষিত অবকাশ নিয়মাবলী, অসামরিক কৃত্যক প্রনিয়মাবলী, প্রতিরক্ষা কৃত্যকস্থ অসামরিক কর্মচারী (শ্রেণী বিভাজন, নিয়ন্ত্রণ ও আপীল) নিয়মাবলী, বা ভারতীয় রেলপথ প্রতিষ্ঠান সংহিতা অথবা এরূপ কোন নিয়মাবলী বা প্রনিয়মাবলী, যাহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইতে পারে প্রযুক্ত হয়।]

২০। (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন। নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলী নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ের জন্য বিধান করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) কর্মরত সাংবাদিকগণকে আনুতোষিক প্রদান ;

(খ) কর্মরত সাংবাদিকগণের কার্যের সময় ;

(গ) ছুটি, অর্জিত অবকাশ, চিকিৎসা-শংসাপত্রের ভিত্তিতে অবকাশ, নৈমিত্তিক অবকাশ, বা কর্মরত সাংবাদিক-গণকে প্রদেয় অন্য কোন প্রকারের অবকাশ ;

[(ঘ এই আইন অনুযায়ী কৃত্যসমূহ সম্পাদনে পর্ষদ ৩[বা, স্থলবিশেষে, ট্রাইবুন্যাল] কর্তৃক অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ;

(ঙ) মনোনয়ন-ফরম এবং মনোনয়নের প্রণালী ;

(চ) ৫ক ধারার (৩) উপধারার প্রয়োজনার্থে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার প্রণালী ;

(ছ) মনোনয়নের পরিবর্তন বা বাতিলকরণ ;

(জ) ১২ ধারার (২) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী নোটিস দিবার প্রণালী ;

(ঝ) যে রেজিস্ট্রী বহি, অভিলেখ ও কর্মী তালিকাসমূহ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুত ও রক্ষিত হইবে, যে ফরমসমূহে ঐগুলি প্রস্তুত ও রক্ষিত হইবে এবং যে বিশেষ বিবরণসমূহ ঐগুলিতে প্রবিষ্ট হইবে, তৎসমূহ ;

(ঞ) কোন পরিদর্শক যে ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিতে পারিবেন তাহা ;

(ট) অন্য যে কোন বিষয় যাহা বিহিত করিতে হইবে বা হইতে পারে তাহা।]

১১৯৭৪-এর ৬০ আইন, ৫ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২১৯৬২-র ৬৫ আইন, ৯ ধারা দ্বারা (ঘ), (ঙ) ও (চ) প্রকরণসমূহের স্থলে (১৫-১-১৯৬৩ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

৩১-১-১৯৭৯-র ৬ আইন, ৬ ধারা দ্বারা (৩১-১-১৯৭৯ হইতে) সন্নিবেশিত।

[১][(৩) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের [২][বা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের] অন্তর্গত হইতে পারে ; এবং যে সত্রে উহা ঐরূপে স্থাপিত হয় [২][সেই সত্রের বা উহার অব্যবহিত পরবর্তী বা পূর্বোক্ত আনুক্রমিক সত্রের] অবসানের পূর্বে যদি উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে সম্মত হন, অথবা উভয় সদন সম্মত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহা হইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকরী হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদে কার্যকরী হইবে না, তবে এমনভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুন্ন করিবে না।]

২১। [১৯৫৫-র ১ আইনের নিরসন] নিরসন ও সংশোধন আইন, ১৯৬০ (১৯৬০-এর ৫৮), ২ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা নিরসিত।

১১৯৬২-র ৬৫ আইন, ৯ ধারা দ্বারা (৩) উপধারার স্থলে (১৫-১-১৯৬৩ হইতে) প্রতিস্থাপিত।

২১৯৭৪-এর ৬০ আইন, ৬ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।